ভাঙছে পদ্মা চাঁপাইনবাবগঞ্জে ‘হঠাৎ পাড়া’

● আব্দুর রব নাহিদ

চলছে রান্নার আয়োজন, তবে কোনো উৎসব উপলক্ষে এই রান্নার আয়োজন করছেন না বাড়ির মহিলারা। পাশেই চলে এসেছে পদ্মা নদী। সেখানে এখন তীব্র ভাঙন। তাই নিজেদের শেষ সম্বলটুকু যতটা সম্ভব নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়ার কাজে ব্যস্ত বাড়ির অন্য সদস্যরা। সবকিছু দ্রুত সরিয়ে নিতে অনেকের বাড়িতেই এসেছেন আত্মীয়-স্বজন। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার দুর্লভপুর ইউনিয়নের আইয়ুব বিশ্বাসের পাড়ার মনোয়ারা বেগম পুত্রবধূ ও মেয়েকে নিয়ে সবার জন্য দুপুরের খাবারের আয়োজন করছিলেন। আর মাত্র ৩০ হাত ভাঙলেই তার বাড়ি নদীতে বিলীন হয়ে যাবে। তাই আজই ঘরের সব মালপত্র সরিয়ে নেয়ায় ব্যস্ত সবাই। জানতে চাইলাম, ‘চাচি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন সব?’ তিনি জানালেন, ‘হঠাৎ পাড়ায়।’ ভাঙনের শিকার শতাধিক পরিবার ওই ইউনিয়নের একটি আমবাগান ও ফসলি জমিতে গিয়ে ঘর তুলছে। হঠাৎ করেই এ বসতি গড়া বলে নাম ‘হঠাৎ পাড়া’। সেখানে এখন বসতি গাড়ছে মনোয়ারার মতো আরো অনেক পরিবার।

চলতি বছরের আগস্ট মাসে পদ্মায় পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্লভপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় দেখা দেয় তীব্র নদীভাঙন। এখন পদ্মায় পানি কমছে, কিন্তু বেড়েছে ভাঙনের তীব্রতা। ভাঙন প্রতিরোধে কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় ইতিমধ্যেই তিন শতাধিক বাড়িঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে। ভিটেমাটি হারিয়ে অনেকেই সর্বস্বান্ত। চাঁপাইনবাবগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী রেজাউল করিম জানান, ‘প্রকল্প এলাকা না হওয়ায় ভাঙন প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ নেই।’

বাঁশের খুঁটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ!

● আবু জাফর সাবু

গাইবান্ধা পৌর এলাকার পূর্ব কোমরনই কুটিপাড়া এলাকায় প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বাঁশের খুঁটিতে ন্যাকেট তার ঝুলিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। এতে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটলেও বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ সরবরাহ লাইনের উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। উপরন্তু, ওই বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে হুক লাগিয়ে ব্যাপকহারে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে।

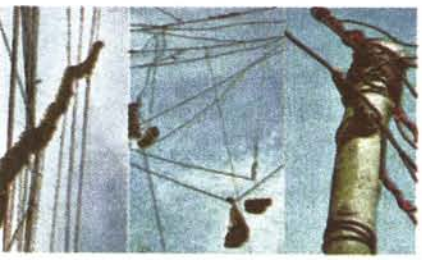

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, প্রায় ৫ বছর ধরে কোমরনই কুঠিপাড়ার মিতালি বাজার সংলগ্ন তেঁতুলতলা থেকে পূজামণ্ডপ এবং আলাই নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বাঁশের খুঁটি, কলা গাছ এবং গাছের ডালে ন্যাকেট তার পেঁচিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এসব বিদ্যুৎ লাইন থেকে প্রায় ২শ' বসতবাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে, যার অধিকাংশই অবৈধ। এই ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যুৎ লাইনে দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে একটি শিশুসহ ৬টি গরু মারা গেছে।

জুড়ীতে কমলার বদলে মাতুল জামির

● ইসমাইল মাহমুদ

মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলা একসময় কমলার জন্য বিখ্যাত ছিল। বাণিজ্যিকভিত্তিতে কমলা চাষ হতো এ উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের পাহাড়ি অঞ্চলে। কিন্তু এখন জুড়ীর কমলা চাষে ঘটেছে বিপর্যয়। কমলার জায়গা দখল করে নিয়েছে জাম্বুরা। ফলটি সারাদেশে জাম্বুরা নামে পরিচিত হলেও সিলেট অঞ্চলে ‘মাতুল জামির’ নামে পরিচিত। কমলার জন্য প্রসিদ্ধ পাহাড়ি অঞ্চল লাটিছড়ায় এখন কমলার পরিবর্তে বাণিজ্যিকভিত্তিতে জাম্বুরা চাষ করে অসংখ্য পরিবার এখন আত্মনির্ভরশীল। লাটিছড়ার মাতুল জামির চাষি আবদুল মন্নান জানান, এক সময় তিনি কমলা চাষ করতেন। কিন্তু আশির দশকে কমলা বাগানগুলোতে ব্যাপক হারে মড়ক দেখা দেয়ায় তিনি জাম্বুরা চাষ করেন। চলতি বছর তিনি ১ দশমিক ৫ একর জমিতে জাম্বুরা চাষ করেছেন। এ এলাকার পঞ্চাশ জনেরও বেশি জাম্বুরাচাষি আজ স্বাবলম্বী। জাম্বুরা চাষি আবদুল খালেক জানান, গত বছর তার বাগান থেকে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা আয় হয়েছে।

পটুয়াখালীর বকের বাড়ি

● শংকর লাল দাশ

একসময় নাম ছিল পাটনি বাড়ি। পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার নুরাইনপুর গ্রামে এখন ওই নামে কোনো বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন এটি বকের বাড়ি হিসেবেই পরিচিত। ত্রিশ বছর ধরে পুরো বাড়ি বকের দখলে। বাড়ির আম, মান্দার, সুপারি, মেহগনিসহ ১৫টি গাছে বাসা বেঁধেছে হাজারো বক।

স্থানীয়রা জানান, সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বকগুলো এখন ছড়িয়ে পড়েছে পাশের মজিদ মৌলভী ও হাবিব কাজীর বাড়ির গাছগুলোতেও। বিজয় পাটনি (৪৫) জানান, ৬ প্রজাতির বক আছে তার বাড়ির গাছগুলোতে। বড় বক ও ময়ূরপঙ্খী বকই বেশি। একেকটি গাছে একেক প্রজাতির বক থাকে। চৈত্র থেকে অগ্রহায়ণ ৯ মাস বকগুলো এ বাড়িতে থাকে। বাকি তিন মাস এদিক-সেদিক কাটায়। বর্ষার প্রজনন মওসুমে জন্ম নেয় হাজারো ছানা। একটি বক তিন থেকে সাতটি ডিম দেয়। ২৮ থেকে ৩২ দিনে বাচ্চা ফোটে। দুই মাস পরই আকাশে উড়তে শুরু করে। তিনি আরো জানান, বকগুলো পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে। এগুলোকে কেউ আঘাত করে না। কেউ তাড়ায় না। বক দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ পাটনি বাড়ি যান। স্থানীয় ব্যবসায়ী ফুহাদ বিশ্বাস জানান, ছোটবেলা থেকে তারা বকগুলো দেখে আসছেন। পটুয়াখালী সরকারি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক ও পাখি বিশেষজ্ঞ পীযূষ কান্তি হরি বলেন, 'এরা সাধারণত জলাশয়ের কাছাকাছি বড় গাছের ডালে কলোনি গড়ে তোলে। মানুষের আক্রমণ না হলে ২৫ থেকে ৩০ বছর একই কলোনিতে থাকে।'

যশোরে বন্ধ সরকারি মুরগি খামার ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ট্রি শিল্প

● মামুন রহমান

ছয় বছরে তিনবার বার্ডফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ায় ৭ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে যশোর সরকারি হাঁস-মুরগি খামার। এতে ব্যাহত হচ্ছে এ অঞ্চলে পোল্ট্রি শিল্পের প্রসার। কবে নাগাদ এ খামারটি আবার চালু হবে তার নিশ্চয়তাও দিতে পারছেন না কর্মকর্তারা। ২৭ মার্চ রাতে বিভাগীয় ডাক্তার মেহেদি হাসান, ডাক্তার সমর ঘোষ এবং জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাকের তত্ত্বাবধানে খামারের ৬ হাজার ৮৬৮টি মুরগি, ১৮শ ৮২টি মুরগির ডিম, ১৩শ কেজি মুরগির খাবার এবং ১৯ কেজি ভিটামিন ধ্বংস করা হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি বার্ডফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার কয়েকটি কারণ শনাক্ত করেন। ওই সময় খামারে কর্মরত ছয়জন স্টাফকে অন্যত্র শাস্তিমূলক বদলিও করা হয়। সরকারের প্রায় কোটি টাকার মুরগি ধ্বংস ও সরকারের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির কারণে এ খামারকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে ছয় মাস পর্যন্ত সেখানে মুরগি পালন বন্ধ রেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছতার কাজ, জীবাণু ধ্বংস করা মেডিসিন প্রয়োগ করে জীবাণুমুক্ত ও জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে এমন পরিবেশ তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। ইতিমধ্যে সে সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু কবে নাগাদ এ খামারটি আবার চালু হবে তা বলতে পারছেন না কেউ।

মজুর বেচা-কেনার হাট

● ছোটন সাহা

সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে। কারো বয়স ১৪, কারো ২০, কারোবা ৪০-এরও বেশি। শুরু হবে কেনা-বেচা, তাই লাইনে অপেক্ষায় আছেন সবাই। ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে দরদাম, এক পর্যায়ে সমঝোতা। কিনে নেয়া হলো একজন মজুরকে। না, এটি দাস যুগের দাস ব্যবসা নয়– এভাবেই ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার বেশকিছু এলাকায় মজুর কেনা-বেচা হয়ে থাকে। কৃষি ও গৃহস্থালি কাজের জন্য দিনমজুরদের এভাবেই কেনা-বেচা করা হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চরফ্যাশন উপজেলা সদরের টিবি স্কুল গেট, লেতরা বাজারের তহশিল অফিস সংলগ্ন মাঠ, আনজুর হাটের ইউনিয়ন পরিষদ মাঠ, দুলার হাটের ইউনিয়ন পরিষদের আশপাশ, দক্ষিণ আইচাবাজারের দক্ষিণ মাথা সড়কের হাটসহ ৫টি স্থানে বসে দিনমজুর কেনা-বেচার হাট। দিনমজুররা জানান, সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে তাদের হাটগুলোতে উপস্থিত হতে হয়। সেখান থেকে কাজের প্রয়োজনে ক্রেতারা দরদাম ঠিক করে তাদের কিনে নিয়ে যান। আমন, ইরি ধান রোপণ ও কাটার মওসুমে দিনমজুরের সঙ্কট দেখা দেয়। বাড়ি বাড়ি ঘুরেও দিনমজুর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দিনমজুর ও গৃহকর্তারা সমঝোতা করে দিনমজুরদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে হাজির থাকার ব্যবস্থা করেছেন। এতে একদিকে যেমন দিনমজুরদের বেকার থাকার অনিশ্চয়তা থাকে না, তেমনি গৃহস্থরাও সহজেই পেয়ে যান দিনমজুর। চরফ্যাশন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, 'বিষয়টি আগেও আমরা শুনেছি। চরফ্যাশনে বিভিন্ন জায়গায় মজুর কেনা-বেচার হাট ছড়িয়ে পড়েছে। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই উপকার হচ্ছে। তাই প্রশাসনিক কোনো ব্যবস্থা নেয়ার দরকার নেই। তবে অনিয়ম কিংবা অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'